কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 DEC 2017

ছিনতাইয়ের পর নানামুখী চাপে ভুক্তভোগী

চাকরি ছেড়ে স্কুল শিক্ষিকা আত্মগোপনে

ওমর ফারুক ▷

রাজধানীর বনানীর সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিক্ষিকা সিফাত সাদিয়া তাঁর ভাইকে নিয়ে রিকশাযোগে যাচ্ছিলেন বাসস্টেশনের দিকে। পথে কয়েক ছিনতাইকারী ঘিরে ফেলে রিকশা। চিৎকার করতে থাকেন সাদিয়া ও তাঁর ভাই। ওই সময় পেছনের রিকশা থেকে নেমে ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করতে গিয়েছিলেন ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু তালহা। ছিনতাইকারীর ছুরি কেড়ে নেয় তালহার জীবন। এ ঘটনার পর স্কুল শিক্ষিকা সাদিয়ার জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। জানা গেছে, নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি চাকরিই ছেড়ে দিয়েছেন। কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, সিফাত সাদিয়া এখন আর কেএম দাস লেনের বাড়িটিতে থাকেন না। এলাকাবাসী জানায়, ঘটনার পর ওই শিক্ষিকাকে একবার পুলিশ, একবার র‌্যাব, একবার ডিবি কথা বলার জন্য ডেকে নেয়। এ ছাড়া রাস্তায় বের হলেই এলাকার লোকজন তাঁকে দেখিয়ে বলে—এই মেয়ের জন্যই মারা গেছে তালহা। এতে বেশ বিব্রত হচ্ছিলেন সাদিয়া। ফলে তিনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। তবে কোথায় গেছেন কেউ জানাতে পারেনি। যাদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ ছিল তারাও ফোন বন্ধ থাকায় কথা বলতে পারছে না।

এ বিষয়টি জানতে চাইলে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের এক অফিসকর্মী জানান, স্কুলে এখন ছুটি চলছে। প্রিন্সিপালও ঢাকার বাইরে। ওই কর্মী তাঁর নাম প্রকাশ করতে চাননি। তাঁর কাছে সাদিয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ছিনতাইয়ের ঘটনার ১৫-২০ দিন পর সিফাত সাদিয়া ফোন করে জানান তিনি আর চাকরি করতে চান না। এরপর থেকেই তিনি স্কুলে আসছেন না।'

যে বাড়িতে সাদিয়া বাস করতেন সেই বাড়ির কেয়ার টেকার জানান, সাদিয়ার পুরো পরিবার অন্য জায়গায় চলে গেছেন। কোথায় গেছেন তিনি বলতে পারবেন না। নিহত তালহার বাবা খন্দকার নুরুদ্দিনের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, গত ১ ডিসেম্বর সাদিয়াসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা অন্য এলাকায় বাসা নিয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যে মেয়েটিকে আমার ছেলে ছিনতাইকারীর হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল সেই মেয়েটিকে স্কুলের চাকরিটা পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে বলে শুনেছি। তারা এ এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। এখন আমাদের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ নেই।' এক প্রশ্নের জবাবে নুরুদ্দিন বলেন, 'ওর (আবু তালহা) কথা মনে পড়লে কিছু ভালো লাগে না। ও যে রাস্তায় খুন হয়েছে সেই রাস্তায় চলাচল করি না। অন্যপথ দিয়ে যাই।'

টিকাটুলী এলাকায় গিয়ে জানা যায়, তালহা যে রাস্তাটিতে খুন হয়েছে সেখানে আগে প্রায়ই ছিনতাই হতো। গণছিনতাইও হতো। পুলিশের কাছে অভিযোগ করার পর লোক-দেখানো টহল দেখা যেত। তালহা মারা যাওয়ার পর থেকে ওই এলাকাটিতে পুলিশ নিয়মিত টহল দিচ্ছে বলে এলাকার বাসিন্দা আলমগীর হোসেন জানান। তিনি বলেন, 'তালহা জীবন দিয়ে আমাদের নিরাপত্তা দিয়ে গেছে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ওয়ারি থানার ওসি রফিকুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আবু তালহা হত্যার ঘটনায় তিন ছিনতাইকারীর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আলমগীর ও সবুজ নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছে। রাকিব নামের আরেক ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ওই এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে। আমরা ছিনতাই রোধে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

গত ৮ অক্টোবর ভোরে রাজধানীর কেএম দাস লেনের বাড়ি থেকে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুলিয়া ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য বের হন আবু তালহা। বাসে উঠতে মতিঝিল যাওয়ার জন্য রিকশা নিয়েছিলেন। ৪৮/১২ আর কে মিশন রোডে 'মায়ের দোয়া' নামের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাছে ছিনতাই হতে দেখে তিনি ধাওয়া করেন। এক ছিনতাইকারী তালহাকে ধরে ফেলেন। এ সময় তাঁকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আরেক ছিনতাইকারী চাপাতি চালায় তাঁর উরুতে। রক্তক্ষরণে মারা যান তালহা।